পহেলা বৈশাখে দলবদ্ধ যৌন নিপীড়ন: ঘটনা ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

(কয়েকটি ফেসবুক স্ট্যাটাস)

নববর্ষ উদ্‌যাপনকালে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী গেটে যে বর্বর ঘটনা ঘটেছে, তা পেছনের ঘটে যাওয়া অনেক বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। কিছু বখাটে সোহরাওয়ার্দীর গেটে অনেক নারী, শিশু ও কিশোরীর ওপর সংগঠিতভাবে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, শত শত মানুষের সামনে যৌন নির্যাতন করে। অনেক নারীকে বিবস্ত্র করে ফেলা হয়? এ সময় যাতে নারীদের চিৎকার শোনা না যায় সে জন্য ৪০-৫০ জন উচ্চৈঃস্বরে ভুভুজেলা বাজিয়ে ঐ মেয়েগুলোকে বিবস্ত্র করে। তারপর তারা এসব ভিডিও করে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা তাদের উদ্ধার করতে যান। পশুগুলো হামলা চালিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি লিটন নন্দীর হাত ভেঙে ফেলে, অমিতের হাতের আঙুল ভেঙে ফেলে । এছাড়া আরো অনেক নেতা-কর্মী আহত হন। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা জানোয়ারগুলোকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেও পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। পুলিশের কাছে বার বার যাওয়া হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটে, নাকের ডগা দিয়ে পার পেয়ে যায় হত্যাকারীরা। হম্বিতম্বি করে এফবিআই আসার নাম করে, তদন্তে কিছুই পাওয়া যায় না । তাহলে হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স দিয়ে এইসব পুলিশ পোষার দরকার কী?

যৌন সন্ত্রাস চালানো হলে অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়া হলেও পুলিশ ছেড়ে দেয়।

আজ আরো বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসেও ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে; এ ঘটনায় ছাত্রলীগের এক কর্মীকে গণধোলাই দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ক্যাম্পাস নিরাপদ নয় অনেক দিন ধরেই।

নারীর জন্য তো নয়ই, তা অনেকবার আমরা দেখেছি।

এত কিছু দেখেও যাঁরা এখনো চুপ করে আছেন,

আর কবে আপনাদের হুঁশ হবে? আসুন, রুখে দাঁড়াই।

–লাকী আক্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় যে অসভ্য ঘটনা ঘটেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা নিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি এই প্রতিবাদ বা ঘৃণা প্রকাশে আদৌ খুশি নই। সেই আদিকাল থেকে বা সভ্যতার শুরু থেকেই নারীর প্রতি নানা অজুহাতে এসব চলছেই–কখনও আনন্দ-উল্লাসে, কখনও তথাকথিত বেপর্দা হওয়ার অপরাধে, কখনও নারীর মুক্ত চলাফেরায় বাধা দিতে। সমাজ-সংসারের কোনো মানুষই সেই অর্থে এর বিরুদ্ধে তেমনভাবে দাঁড়ায়নি। তাই এসব ঘ্যানঘ্যান করে লাভ নেই; তার চেয়ে চলো, পাল্টা আক্রমণ করি! হ্যাঁ, আমি স্পষ্টই বলছি–নারী, তোমাকে যে অবলা বলা হয়, একবার সেই হাত দুটি উঁচিয়ে পাল্টা ঘুষি মেরে, পুরুষের জামার কলারটা সটান ধরে ওর মুখে মেরে দেখো কবজির জোর তোমারও কিছু কম নয়। এই সমাজ, রাষ্ট্র তোমাকে রক্ষার নামে আরো নিয়ন্ত্রণ করবে, তোমার পা দুটিকে বৃত্তের মধ্যে টেনে আনবে। তুমি যদি বৃত্তের বাইরে চলতে চাও, তাহলে তোমাকেই সে শক্তি অর্জন করতে হবে; অন্যের শক্তিতে একটা নির্দিষ্ট পথ হয়তো চলতে পারবে, কিন্তু বহুদূরে যে দিগন্ত, তাকে ছুঁতে হলে তোমাকেই যুদ্ধ করতে হবে।

'–রওশন আরা নীপা

বর্ষবরণের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হলো নারীরা।

বর্ষবরণের আনন্দ উদ্‌যাপন করতে আসা মেয়েদের কারা লাঞ্ছিত করল? কারা এই অপরাধী, কী তাদের পরিচয়?

গত কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একক নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগ, সঙ্গে পুলিশ নিয়ে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন নেই। বাম ছাত্রদের সংগঠন আছে, শক্তির বিচারে ছাত্রলীগের তুলনায় তারা নগণ্য। তারা ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বাম ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের নীতি-আদর্শের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ-মিছিল-মিটিং করে। সংখ্যা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগের সমকক্ষ বা আরেক ধাপ এগিয়ে ছাত্রদল। ছাত্রলীগ ও পুলিশের কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারে না। ফলে ছাত্রলীগের একচ্ছত্র রাজত্ব বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ছাত্রলীগ মাঝেমধ্যে নিজেরা নিজেরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, দু-একটি হত্যাকাণ্ডও ঘটায়।

.....মেয়েরা যখন লাঞ্ছিত হচ্ছিল, বাম সংগঠনগুলো প্রতিরোধের চেষ্টা করছিল। প্রতিরোধে ছাত্রলীগের কোনো তৎপরতা ছিল না। ঘটনার প্রতিবাদে কোনো মিছিল-মিটিং-সমাবেশও করেনি ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের এমন নীরবতার কারণ কী? রহস্যজনক তো বটেই, কিছু প্রশ্নও তৈরি হয়।

.....বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জায়গাটিতে মেয়েদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে, পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী সেই এলাকায় সিসি ক্যামেরা ছিল। তার মানে, অপরাধীদের শনাক্ত করা মোটেই কঠিন কোনো কাজ নয়, যদি পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চায়।

–গোলাম মোর্তজা

...গতকাল টিএসসি এলাকার ঘটনাটি নববর্ষের পুরো আনন্দ (যাকে আমরা সর্বজনীন অর্জন বলে দাবি করি) ম্লান করে দিল। সেই ২০০০ সালে বাঁধনকে অপদস্থ করা হয়েছিল থার্টিফার্স্ট নাইটে। ওই ঘটনার সময় আমার এক প্রগতিশীল বন্ধুও মন্তব্য করেছিল–এত রাতে মেয়েদের যাওয়ার কী দরকার? তুই নিজে কি যাবি? দেশটা তো ভালো না। আজ ১৫ বছর পরও নিশ্চয়ই আমার সেই বন্ধু বলবে–রাতে নয়, কোনো বেলাই মেয়েদের বের হওয়ার কী দরকার? কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জেতার আনন্দেও ঢাবিতে কিছু মেয়ের ওপর হামলা হয়েছিল। এই দেশে আনন্দ মানেই যেন নারী। এদিকে কিছু লোক আবার গতকালের ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের নাম জড়ানো দেখে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে নেমেছে। এতে ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে যেতে বাধ্য। ওই এলাকায় পুলিশই বা কোন কাজে লাগে, আর হাজার হাজার মানুষের মধ্যে যারা ঘটনার দর্শক হয়েছিল, তারাই বা কী ভাবে, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

–সুপ্রীতি ধর

শানেন ভাইয়েরা, আমাকে একটা কথা বলেন–এই যে বাচ্চা মেয়েটা বছরের প্রথম দিনে শাড়ি-চুড়ি পরে বৈশাখ উদ্‌যাপন করতে এসে জানল যে পুরুষ বলে একটা মনুষ্য প্রজাতি আছে, যারা আনন্দ করার অনুষঙ্গ হিসেবে বাচ্চা মেয়েদের কাপড় খুলে ভিডিও করতে পারে। আট বছরের একটা বাচ্চা যখন ঐতিহ্যের এহেন উদ্‌যাপন দেখে, তার মধ্যে কী কী ঘটতে পারে বলে আপনারা মনে করেন? এই মেয়েটি যদি তার বাকিটা জীবন পুরুষের ছায়াতেও কেঁপে ওঠে আতঙ্কে, তাহলেও কি আপনারা তাকে পুরুষবিদ্বেষী বলবেন?

আমাকে আরেকটা কথা বলেন, এইসব খবর পড়লে পুরুষ হিসেবে আপনাদের কেমন লাগে? লজ্জা লাগে না? নাকি আমি এসব কথা বলছি দেখে আমাকেও পুরুষবিদ্বেষী বলবেন? আমি জানি, এই যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরেক পুরুষই এসে মেয়েটিকে বাঁচায়, প্রতিবাদী হয়। কেন হয়? কারণ তারা লজ্জিত হয়। তারা নিজ কুলের এই পৈশাচিকতায় নিজের মানবিকতাটুকু বাঁচাতে চায়। এখন বলেন, এ ধরনের যৌন নিপীড়ন কেন শুধু নারীর ইস্যু? কেন আপনার নয়? আপনি যদি প্রতিবাদ না করেন, আপনি যদি পুরুষ হিসেবে লজ্জিত না হন, যদি একে পুরুষের শ্লীলতাহানি হিসেবে মনে না করেন, নিজ কুলের মানুষের এই মর্যাদা, শ্লীলতা, সম্মান প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদী না হন, নিজের সম্মান না বাঁচান, তাহলে আমাকে বলেন, আমি আপনাকে যৌনবাদী বলব না কেন? পুরুষতান্ত্রিক বলব না কেন? আপনি যদি একটা বাচ্চা মেয়ের পোশাক খুলে ফেলার পুরুষালি আনন্দের প্রতি ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে আপনিও তাদের মতোই একজন পৈশাচিক পুরুষ। আপনি যদি এই নিপীড়নে লজ্জিত না হন, প্রতিবাদী না হন, তাহলে আপনিও তাদেরই একজন।

–নাসরিন খন্দকার

ঘটনার দেড় দিন পর গতকাল সন্ধ্যায় আমি জানলাম সোহরাওয়ার্দীর বিকৃত রুচির মানুষদের কথা। এই ঘটনার চাপ আমি সহ্য করতে পারছি না। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছু তো করতেই হবে। এই ভয়ংকর আচরণ আমাদের যে কারো সাথেই হতে পারত। হয়নিও কি কখনও?

কিছু ভাবতে পারছি না। তাই বিক্ষিপ্তভাবে শুধু নিজের কথা বলব।

এই তো গত পহেলা ফাল্গুনের কথা।

...আমার সাথে ননদের তিনটি বাচ্চা ছিল। আমার হাজব্যান্ড ছিল। দুজন রিলেটিভ ছিল, যারা হিজাব পরে ছিল।

...সারা দিন বইমেলায়.. সন্ধ্যার ঠিক আগমুহূর্তে বের হওয়ার সময় সারা দিনের সব ভালোলাগা উধাও হয়ে গেল। আরোপিত একটা ভিড় তৈরি হলো। আর অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছাকৃত ধাক্কা। নিজেকে হায়েনাদের হাত থেকে সেফ করব, নাকি বাচ্চাগুলোকে? একমাত্র পুরুষ সঙ্গী আমার হাজব্যান্ড এক হাতে ভাগ্নিকে কোলে নিয়ে আরেক হাতে ভিড় সরানোর চেষ্টা করছিল। বউ, দুই বোন, তিনটি শিশু–এতগুলো মানুষকে সেফ রাখার মহান (!) দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খাচ্ছিল। এবং যা ঘটার তা-ই ঘটল। ওদের হাতের থাবা থেকে রক্ষা পাইনি আমি, আমার দুই হিজাবধারী আত্মীয়া–এমনকি আট বছরের মেয়েশিশুটি।

...আমি শাড়ি পরেছিলাম, লাল শাড়ি। সেই পোশাক, যা পরে আমার মায়ের অষ্টপ্রহর কাটে। শাড়ি সেই পোশাক, যা পরে আমার মা-খালারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। সেই পোশাক, যেটা পরে আমার মা শিক্ষকতা করেন। সেই পোশাক, যেটা পরে প্রধানমন্ত্রী দেশ চালান, বিরোধীদলীয় নেতা আন্দোলন করেন। সেই পোশাক, যেটা নিয়ে বাঙালি গর্ব করে। এটা কি অশ্লীল পোশাক? তাহলে আমাদের মায়েরা কি সারা জীবন অশ্লীল পোশাক পরে কাটিয়েছেন?

সেই শাড়ি পরার অপরাধেই কি আমাকে ভিড়ের মধ্যে নিগৃহীত হতে হয়েছিল? তাহলে শিশুটির কী দোষ ছিল? কিংবা আমার হিজাবধারী আত্মীয়াদের?

যারা যে কোনো ঘটনার জন্য মেয়েদের পোশাক ও চলাফেরাকে দায়ী করে, তাদের মুখে থুতু নিক্ষেপ করে বলতে চাই–নিজের আচরণে শালীনতার চর্চা করুন আগে।

....এবার বৈশাখে ক্যাম্পাসে যাওয়া হয়নি আমার। তবে এরপর যখন কোনো উৎসবের দিনে যাব, পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়ে যাব। কারো সাহায্য চাই না। যে মানুষ, সে বিপদে এগিয়ে আসবে। যে মানুষ নয়, সে বিপদের নাটক দেখবে। কাউকে বলার কিছু নেই। আমার নিরাপত্তা যখন আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে, তখন সেভাবেই ব্যবস্থা করব। প্রয়োজনে লাঠি হাতে যাব। আরো মেয়েদের নিরাপত্তা দেব আমি। তবু ঘরে বসে তো থাকব না।

–ভেরোথি তিতলি

রাজধানীর 'মুক্তাঞ্চল' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিপুল 'বহিরাগত' আসে এবং কেউ কেউ নানা 'কীর্তিকলাপ' করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া সেসব কীর্তি প্রায় অসম্ভব। আওয়ামী লীগ-বিএনপি শাসনামলে ক্যাম্পাসে থাকা অবস্থায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল উভয়কেই এ সত্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ দেখেছি। পহেলা বৈশাখে টিএসসি এলাকায় নারী লাঞ্ছনার দীর্ঘ সময়, নিপীড়কদের 'নির্ভীক' ভাব, প্রতিবাদেও ক্ষান্ত না হয়ে উল্টো প্রতিবাদকারীকে প্রহার, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, এমনকি দুই নিপীড়ককে হাতেনাতে ধরিয়ে দিলেও আটক না করা–সবই সেই শাশ্বত সত্য নির্দেশ করে। প্রাথমিক কর্মী পর্যায়ে হলেও ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতা, নিদেনপক্ষে আশকারা ছাড়া এমন ঘটনা ঢাবি ক্যাম্পাসে এক-দেড় ঘণ্টা ধরে ঘটিয়ে যাবে–কাদের বুকের এত বড় পাটা?

–শেখ রোকন

এ রকম অশুভ আর জানোয়ারদের বিরুদ্ধে গুটিকয়েক লিটনই আমাদের ভরসা। অভিনন্দন লিটনকে, তাঁর সাহসী বন্ধুদেরকে, অভিনন্দন ছাত্র ইউনিয়নকে। আর লজ্জিত আমাদের প্রতিনিধিত্ব করা প্রশাসনিক শিক্ষকদের ব্যর্থতায়। চরম লজ্জিত শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে। তাদের এই ক্রমাগত ব্যর্থতায় নিজেদের কর্মস্থল পরিণত হয়েছে অপরাধ আর অপরাধীর অভয়ারণ্যে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পেটানোর প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক শিক্ষকদের হুকুম পালনে পুলিশ ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনসহ লাঠিসোঁটা আর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটা মুহূর্ত নষ্ট করে না! অথচ কাউকে বাঁচানোর প্রয়োজন হলে পুলিশ নাকি প্রশাসনিক শিক্ষকদের কথা শোনে না! তাহলে প্রশাসনিক দায়িত্বে অকর্মা শিক্ষকদের থাকার প্রয়োজনটা কী? এই অকর্মা শিক্ষকরা অবশ্য ক্ষমতাসীনদের অথবা ক্ষমতাপিপাসুদের পদলেহনে বড়ই করিৎকর্মা!

–মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান